(আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত কিতাব
"মাদানী পাঞ্জেসূরা" থেকে নেয়া বিষয়বস্তুর অংশ)

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ১৮৯
WEEKLY BOOKLET 189

দরূদ শরীফের বরকত

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصْحٰبِکَ یَا حَبِیْبَ اللّٰہ

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

দরূদ শরীফের বরকত

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যেকেউ এই **"দরূদ শরীফের বরকত"** পুস্তিকা পাঠ করে বা শুনে নিবে তার উপর স্থায়ীভাবে সন্তুষ্ট হয়ে যাও আর তাকে মদীনা শরীফে দরূদ ও সালাম পড়া অবস্থায় **প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জলওয়ায় নিরাপত্তা সহকারে শাহাদাতের মৃত্যু দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠকারী কন্যা

একবার হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মুহাম্মদ বিন সোলায়মান জাযুলী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: আমি সফরে ছিলাম। এক স্থানে আসার পর নামাযের সময় হয়ে গেল। সেখানে একটি কূপ ছিল, কিন্তু বালতি আর রশি ছিল না। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। তখন একটি ঘরের উপর হতে এক মাদানী মুন্নী (কন্যা) আমাকে আড়াল হতে দেখছিল, আর জিজ্ঞাসা করল: আপনি কি খুঁজছেন? আমি বললাম: কন্যা, রশি আর বালতি। সে জিজ্ঞাসা করল: আপনার নাম? বললাম:

মুহাম্মদ বিন সোলায়মান জাযুলী। মাদানী মুন্নীটি (কন্যাটি) অবাক হয়ে বলল: আচ্ছা! আপনিই সেই ব্যক্তি, যার প্রসিদ্ধির ডঙ্কা চারিদিকে বাজছে। অথচ আপনার অবস্থা এই যে, কূপ থেকে পানিও নিতে পারছেন না! এ কথা বলেই সে (কন্যা) কূপে থুথু ফেলল। মুহূর্তের মধ্যে পানি উপরের দিকে উঠে গেল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অযু করার পর সেই মাদানী মুন্নীকে (কন্যাকে) বললেন: কন্যা! তুমি সত্যি করে বল তো; এ অসাধারণ ক্ষমতা তুমি কিভাবে অর্জন করেছ? সে (কন্যা) বলল: আমি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকি। তার বরকতেই এই দয়া হয়েছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ঐ মাদানী মুন্নীর (কন্যার) কথায় প্রভাবিত হয়ে আমি সেখানেই সংকল্প করলাম: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে উপস্থাপন করার জন্য দরূদ শরীফের উপর কিতাব লিখব। (অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দরূদ শরীফের কিতাব **"দালায়িলুল খায়রাত"** লিখেন যেটি খুবই প্রসিদ্ধ হয়।) **(সা'আদাতুদ দারাইন, ১৫৯ পৃষ্ঠা)**

দরূদ শরীফের ৭টি ফযীলত

(১) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার উপর একবার দরূদে

পাক পাঠ করলো, **আল্লাহ পাক** তার উপর ১০টি রহমত নাযিল করবেন।" (সহীহ মুসলিম, ১৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯১২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদে পাক পড়লো, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন ও তার ১০টি গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।"

(আল ইহসান বি-তারতীবে সহীহ ইবনে হাব্বান, ২য় খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯০১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) হযরত সায়্যিদুনা আবু বারদা বিন নিয়ার رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে একবার দরূদ শরীফ পাঠ করলো, **আল্লাহ পাক** তার উপর ১০টি রহমত নাযিল করবেন, তার জন্য ১০টি নেকী লিপিবদ্ধ করবেন ও তার ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন আর তার ১০টি গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।" (মু'জাম কবীর, ২২তম খন্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫১৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম,** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "প্রত্যেক জুমার দিন আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়ো। নিঃসন্দেহে প্রতি জুমার দিন আমার উম্মতের দরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়। (কিয়ামতের দিন) মানুষের মধ্যে আমার নিকটবর্তী ঐ ব্যক্তিই হবে, যে (দুনিয়ায়) আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকবে।" (সুনানুল কোবরা, ৩য় খন্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৯৯৫)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৫) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম,** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকবে।"

(আল ইহসান বিতারতীবে সহীহ ইবনে হাব্বান, ২য় খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯০৮)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৬) **প্রিয় রাসূল, রাসুলে মাকবুল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "হে লোকরা! নিশ্চয়ই কিয়মাতের দিনের ভয়াবহতা

ও হিসাব-নিকাশ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকবে।" (ফিরদাউসুল আখবার, ২য় খন্ড, ৪৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮২১০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৭) **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিঃসন্দেহে আমার উপর তোমাদের দরূদে পাক পাঠ করা, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ (তথা- ক্ষমা স্বরূপ)। (জামেউস্ সগীর, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৪০৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাহাবায়ে কেরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ৫টি বাণী

(১) হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: "**নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা গুনাহ সমূহকে এত দ্রুত মিটিয়ে দেয় যে, পানিও আগুণকে তত দ্রুত নিভাতে পারে না, আর **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর সালাম প্রেরণ করা গর্দান সমূহ (অর্থাৎ- গোলামদেরকে) আযাদ করার চেয়েও উত্তম।" (তারিখে বাগদাদ, ৭ম খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা)

(২) হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: "তোমরা তোমাদের মজলিশ সমূকে **আল্লাহ্‌র নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে সজ্জিত করো।" (তারিখে বাগদাদ, ৭ম খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আজম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "নিশ্চয় দোয়া জমীন ও আসমানের মধ্যখানে ঝুলন্ত থাকে এবং তা থেকে কোন বস্তু উপরের দিকে যায় না, যতক্ষণ তোমরা আপন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ পাক পড়ে না নাও।"

(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮৬)

(৪) হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী মুশকিল কোশা كَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم বলেন: "**হযরত মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পরিবার পরিজনের উপর দরূদ পাক পাঠ করার আগ পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির দোয়া পর্দার (অন্তরালে) থাকে।"

(মুজাম আওসাত, ১ম খন্ড, ২১১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭২১)

(৫) হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: "যে (ব্যক্তি) **নবী পাক, সাহিবে লাওলাক, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর এক বার দরূদে পাক পাঠ করবে, তার উপর **আল্লাহ পাক** ও

তার ফিরিশতারা ৭০ বার রহমত প্রেরণ করবেন।”

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ২য় খন্ড, ৬১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৭৬৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দরূদ শরীফের ৩০টি মাদানী ফুল

(১) **আল্লাহ পাকের** নির্দেশ পালিত হয়। (২) একবার দরূদ শরীফ পাঠকারীর উপর দশটি রহমত বর্ষিত হয়। (৩) তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। (৪) তার জন্য দশটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়। (৫) তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করা হয়। (৬) দোয়ার পূর্বে দরূদ শরীফ পাঠ করে নেওয়া, দোয়া কবুল হওয়ার মাধ্যম। (৭) দরূদ পড়া **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত লাভের মাধ্যম। (৮) দরূদ শরীফ পড়া গুনাহ ক্ষমা হওয়ার মাধ্যম। (৯) দরূদ শরীফের কারণে **আল্লাহ পাক** বান্দাদের দুশ্চিন্তাগুলোকে দূর করে দেন। (১০) দরূদ শরীফ পড়ার কারণে বান্দা কিয়ামতের দিন **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য লাভ করবে। (১১) দরূদ শরীফ অভাবীদের জন্য দান সদকার স্থলাভিষিক্ত। (১২) দরূদ শরীফ উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যম। (১৩) দরূদ শরীফ **আল্লাহ পাকের** রহমত ও ফিরিশতাদের দোয়া লাভের মাধ্যম। (১৪) দরূদ শরীফ তার পাঠকারীর

জন্য পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার মাধ্যম। (১৫) দরূদ শরীফের মাধ্যমে বান্দার নিকট মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতের সুসংবাদ লাভ হয়। (১৬) দরূদ শরীফ পাঠ করার কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে মুক্তির কারণ। (১৭) দরূদ শরীফ পাঠ করার বরকতে মানুষের ভুলে যাওয়া কথা স্মরণে এসে যায়। (১৮) দরূদ শরীফ মজলিশের (বৈঠকের) পবিত্রতার কারণ ও কিয়ামতের দিন এই মজলিশ আফসোসের কারণ হবে না। (১৯) দরূদ শরীফ পাঠের কারণে দারিদ্রতা দূর হয়ে যায়। (২০) এই আমল বান্দাকে জান্নাতের পথে নিয়ে যায়। (২১) দরূদ শরীফ পুলসিরাতের উপর বান্দার আলো বৃদ্ধির কারণ। (২২) দরূদ শরীফের মাধ্যমে বান্দা জুলুম ও অত্যাচার থেকে বেরিয়ে আসে। (২৩) দরূদ শরীফ পড়ার কারণে বান্দা আসমান ও জমিনে প্রশংসার যোগ্য (পাত্র) হয়ে যায়। (২৪) দরূদ শরীফ পাঠকারীর এই আমলের কারণে তার নিজের, আমলের, হায়াতের এবং কল্যানের বিষয়ে বরকত অর্জিত হয়। (২৫) দরূদ শরীফ **আল্লাহ পাকের** রহমত অর্জনের মাধ্যম। (২৬) দরূদ শরীফ **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে স্থায়ী ভালবাসা এবং এতে সমৃদ্ধির কারণ এবং এই ভালবাসা ঈমানী শর্তের মধ্যে অন্যতম, যা

ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। (২৭) দরূদ শরীফ পাঠকারীকে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভালবাসেন। (২৮) দরূদ শরীফ পাঠ করা বান্দার হিদায়াত ও তার জীবিত অন্তরের মাধ্যম। কেননা সে যখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিকির (তথা আলোচনা) করেন, তখন **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বত তার অন্তরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। (২৯) দরূদ শরীফ পাঠ কারীর এই বিশেষত্বও রয়েছে যে, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে তার নাম পেশ করা হয় ও তার আলোচনা করা হয়। (৩০) দরূদ শরীফ পুলসিরাতের উপর অটলতা ও নিরাপত্তার সাথে পথ অতিক্রম করার মাধ্যম। **(জিলাউল ইফহাম, ২৪৬-২৫৩ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হুযুর পুরনূর ﷺ এর দিদারের আকাঙ্ক্ষীদের জন্য উপহার

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَرْوَاحِ
وَعَلٰى جَسَدِهٖ فِى الْاَجْسَادِ وَعَلٰى قَبْرِهٖ فِى الْقُبُوْرِ

নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এই দরূদে পাক পাঠ করবে স্বপ্নে সে আমার যিয়ারত লাভ করবে এবং যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে আমাকে দেখেছে সে আমাকে কিয়ামতের দিনও দেখবে। আর যে ব্যক্তি আমাকে কিয়ামাতের দিন দেখে নিবে, আমি তার জন্য সুপারিশ করব। আর যাকে আমি সুপারিশ করবো সে হাউজে কাউছারের পানি পান করবে। আর তার শরীরকে **আল্লাহ পাক** দোযখের উপর হারাম করে দিবেন।

(কাশফুল গুম্‌মা আন জামীঈল উম্মাহ, ১ম খন্ড, ৩২৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ক্ষমা ও মাগফিরাত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ

وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ

কোন ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কে ইন্তিকালের পর স্বপ্নে দেখলেন এবং অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন তখন তিনি বললেন: **আল্লাহ পাক** এই দরূদ শরীফের বরকতে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

(আফদালুস্ সালাওয়াত আলা সায়্যিদিস সাদাত, ৮১ পৃষ্ঠা)

সম্পদের মধ্যে কল্যাণ ও বরকত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ
وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

রুহুল বয়ানের প্রণেতা বলেন: যে ব্যক্তি এই দরূদ পাক পাঠ করবে তার ধন-সম্পদ বাড়তে থাকবে।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, সূরা- আহযাব, আয়াত- ৫৬, ৭ম খন্ড, ২৩৩ পৃষ্ঠা)

স্মরণশক্তি মজবুত হবে

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ
الْكَامِلِ وَعَلٰى اٰلِهٖ كَمَا لَا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَعَدَدَ كَمَالِهٖ

যদি কোন ব্যক্তির ভুলে যাওয়ার রোগ হয়, তবে সে মাগরীব ও ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে এই দরূদ শরীফটি বেশি বেশি করে পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله স্মরণশক্তি মজবুত হয়ে যাবে।

(আফদালুস্ সালাওয়াত আলা সায়্যিদিত সাদাত, ১৯১ ও ১৯২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দ্বীন ও দুনিয়ার নেয়ামত অর্জন করুন

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَّعَلٰى اٰلِهٖ عَدَدَ اِنْعَامِ اللّٰهِ وَاِفْضَالِهٖ

এই দরূদ শরীফ পড়ার দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য নেয়ামত অর্জিত হবে। (আফদালুস্ সালাওয়াত আলা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

দুনিয়া ও আখিরাতের সম্মান

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ بِعَدَدِ
مَا فِيْ جَمِيْعِ الْقُرْاٰنِ حَرْفًا حَرْفًا وَّبِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ اَلْفًا اَلْفًا

কুরআনুল করীম তিলাওয়াত করার পর যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফটি পাঠ করবে, সে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানি হবে। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, সূরা আহযাব- ৫৬, ৭ম খন্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা)

১১ হাজার দরূদ শরীফের সাওয়াব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ
صَلٰوةً اَنْتَ لَهَا اَهْلٌ وَّ هُوَ لَهَا اَهْلٌ

হযরত সায়্যিদুনা হাফেজ জালাল উদ্দীন সুয়ুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই দরূদ শরীফটি একবার পাঠ করা ১১ হাজারবার দরূদ শরীফ পড়ার সমান।

(আফদালুস্ সালাওয়াত আলা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১৪ হাজার দরূদ শরীফ পড়ার সাওয়াব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَّ عَلٰى اٰلِهٖ عَدَدَ كَمَالِ اللهِ وَكَمَا يَلِيْقُ بِكَمَالِهٖ

এই দরূদ শরীফটি শুধুমাত্র একবার পড়ার দ্বারা চৌদ্দ হাজারবার দরূদ শরীফ পড়ার সাওয়াব অর্জিত হয়।

(আফদালুস্ সালাওয়াত আলা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫০ পৃষ্ঠা)

১লক্ষ দরূদ শরীফের সাওয়াব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۣ النُّوْرِ
الذَّاتِيِّ وَالسِّرِّ السَّارِىْ فِىْ سَائِرِ الْاَسْمَآءِ وَالصِّفَاتِ

এই দরূদ শরীফটি যদি একবার পড়া হয়, তাহলে এক লাখ বার দরূদ শরীফ পড়ার সাওয়াব পাওয়া যায়। এছাড়া কারো কোন প্রয়োজন দেখা দিলে এই দরূদ শরীফটি ৫০০

বার পাঠ করবে, اِنْ شَآءَ الله উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

(আফদালুস্ সালাওয়াত আলা সায়্যিদিস সাদাত, ১১৩ পৃষ্ঠা)

প্রত্যেক প্রকারের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির জন্য

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قَدْ ضَاقَتْ حِيْلَتِىْ اَدْرِكْنِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

সায়্যিদ ইবনে আবেদীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি এটাকে মহা ফিতনার সময় পড়লাম, যা দামেশকে সংঘটিত হয়। এটি আমি এখনো দুইশতবারও পড়িনি যে এমতাবস্থায় আমাকে এক ব্যক্তি এসে সংবাদ দিলো যে, ফিতনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। (আফদালুস্ সালাওয়াত আলা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

‘আবে কাওসার’ পূর্ণ পেয়ালা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَوْلَادِهٖ

وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيّٰتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَاَصْهَارِهٖ وَاَنْصَارِهٖ

وَاَشْيَاعِهٖ وَمُحِبِّيْهٖ وَاُمَّتِهٖ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ اَجْمَعِيْنَ

يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি হাউজে কাউসার থেকে পূর্ণ পেয়ালা পান করতে চায়, সে যেন এই দরূদ শরীফটি পাঠ করে। (আল কওলুল বদী, ১২২ পৃষ্ঠা)

দরূদে তাজের ৮টি মাদানী ফুল

(১) যে ব্যক্তি চন্দ্র মাসের ১ম তারিখ থেকে চৌদ্দ তারিখ এর মধ্যবর্তী জুমার রাতে ইশার নামাযের পর ওযু সহকারে পবিত্র কাপড় পরিধান করে সুগন্ধি লাগিয়ে ১৭০বার এই দরূদ শরীফ পাঠ করে শয়ন করবে, আর এভাবে ১১টি রাত ধারাবাহিকতার সাথে (এভাবে) আমল করলে اِنْ شَآءَ الله **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভে ধন্য হবে।

(২) যাদুর প্রভাব, দুষ্ট জিন ও শয়তান দূর করার জন্য এবং বসন্তরোগে ১১বার পাঠ করে ফুঁক দিলে اِنْ شَآءَ الله উপকার পাওয়া যাবে।

(৩) অন্তরের পবিত্রতার জন্য প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর ৬০বার, আসরের নামাযের পর ৩বার ও ইশার নামাযের পর ৩বার করে পাঠ করুন।

(৪) শত্রু, অত্যচারী, হিংসুক ও বাদশাহর অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও অভাব অনটন দূর হওয়ার জন্য ৪০ রাত ধারাবাহিক ভাবে ইশার নামাযের পর ৪১বার পাঠ করুন।

(৫) রুজি রোজগারে বরকতের জন্য ফযরের নামাযের পর ৭বার করে নিয়মিত পাঠ করুন।

(৬) বন্ধ্যা স্ত্রীলোকদের জন্য ২১টি শুকনো খেজুরে ৭বার করে পাঠ করে ফুঁক দিয়ে একটি করে খেজুর দৈনিক খাইয়ে দিন এবং মাসিকের পর পবিত্রতার দিন গুলোতে সহবাস করলে **আল্লাহ পাকের** দয়ায় নেক্কার সন্তান জন্ম নিবে।

(৭) যদি গর্ভবর্তী মহিলার কষ্ট হয় (বেদনা হয়) তাহলে সাত দিন পর্যন্ত ৭বার করে পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করান।

(৮) 'বৈধ প্রেম' যেমন- স্বামী ও স্ত্রীর মুহাব্বত বৃদ্ধির জন্য এবং যে কোন বৈধ আশা পূরণের জন্য অর্ধ রাতের পর ওযু সহকারে ৪০ বার সত্য অন্তরে দৃঢ়তার সাথে পড়ুন اِنْ شَآءَ الله মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে। (আমালে রযা, ২২ পৃষ্ঠা)

দরূদে তাজ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ
وَالْمِعْرَاجِ وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَمِ ط دَافِعِ الْبَلَآءِ وَالْوَبَآءِ
وَالْقَحْطِ وَالْمَرَضِ وَالْاَلَمِ ط اِسْمُهٗ مَكْتُوْبٌ مَّرْفُوْعٌ
مَّشْفُوْعٌ مَنْقُوْشٌ فِي اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ ط سَيِّدِ الْعَرَبِ
وَالْعَجَمِ ط جِسْمُهٗ مُقَدَّسٌ مُّعَطَّرٌ مُّطَهَّرٌ مُّنَوَّرٌ فِي الْبَيْتِ
وَالْحَرَمِ ط شَمْسِ الضُّحٰى بَدْرِ الدُّجٰى صَدْرِ الْعُلٰى نُوْرِ
الْهُدٰى كَهْفِ الْوَرٰى مِصْبَاحِ الظُّلَمِ ط جَمِيْلِ الشِّيَمِ ط
شَفِيْعِ الْاُمَمِ ط صَاحِبِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ ط وَاللّٰهُ عَاصِمُهٗ
وَجِبْرِيْلُ خَادِمُهٗ وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهٗ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهٗ
وَسِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى مَقَامُهٗ وَقَابَ قَوْسَيْنِ مَطْلُوْبُهٗ
وَالْمَطْلُوْبُ مَقْصُوْدُهٗ وَالْمَقْصُوْدُ مَوْجُوْدُهٗ سَيِّدِ
الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ اَنِيْسِ

الْغَرِيْبِيْنَ رَحْمَةٍ لِّلْعَالَمِيْنَ رَاحَةِ الْعَاشِقِيْنَ مُرَادِ
الْمُشْتَاقِيْنَ شَمْسِ الْعَارِفِيْنَ سِرَاجِ السَّالِكِيْنَ مِصْبَاحِ
الْمُقَرَّبِيْنَ مُحِبِّ الْفُقَرَآءِ وَ الْغُرَبَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ
سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ اِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ وَ سِيْلَتِنَا
فِي الدَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابَ قَوْسَيْنِ مَحْبُوْبِ رَبِّ
الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا
وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ اَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ نُوْرٍ
مِّنْ نُوْرِ اللّٰهِ ط يَآاَيُّهَا الْمُشْتَاقُوْنَ بِنُوْرِ جَمَالِهٖ صَلُّوْا عَلَيْهِ
وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের **সরদার ও মাওলা হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর রহমত বর্ষণ করো, যিনি মুকুট, মিরাজ বোরাক ও ঝান্ডার অধিকারী। যিনি বিপদাপদ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও রোগশোক-কে দূরীভূতকারী। তাঁরই পবিত্র নাম উঁচু এবং আল্লাহর নামের সাথে লিখা

রয়েছে লৌহ-মাহফুজ ও কলমে, চমৎকার ভাবে সমুন্নত, সংযোজিত ও অঙ্কিত রূপে। যিনি আরব ও অনারবের সর্দার। যাঁর শরীর পবিত্র, সকল ধরণের ত্রুটি থেকে মুক্ত, সুগন্ধ বের হবার উৎস, অতি পবিত্র নূরুন আ'লা নূর, নিজের ঘর এবং বায়তুল্লাহ হেরম শরীফে এখনো এই সমস্ত অবস্থাই দীপ্তিমান। যিনি সকালের সূর্য, অন্ধকারে পূর্ণিমার চাঁদ সর্বোচ্চ সম্মানের উৎসস্থল। হেদায়তের আলো, সৃষ্টি জগতের আশ্রয়স্থল ও আঁধারের চেরাগ। যিনি নিখুঁত চরিত্রের অধিকারী। সকল উম্মতের সুপারিশকারী দানবীর ও দানশীল এর উপর দরূদ ও সালাম। যাঁর রক্ষণাবেক্ষণকারী **আল্লাহ পাক** ও খাদেম হলো জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام। যাঁর বাহন বোরাক ও সফর মিরাজ। যাঁর অবস্থান সিদরাতুল মুনতাহা ও আকাঙ্ক্ষা হলো কা'বা কাওসাঈন (মাওলার পরিপূর্ণ নৈকট্যলাভ) আর মাওলার পরিপূর্ণ নৈকট্যলাভই হলো তাঁর উদ্দেশ্য, আর উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে, যিনি রাসূলগণের সর্দার। নবীগণের মধ্যে আগত সর্বশেষ নবী। পাপীদের সুপারিশকারী, সফরকারীদের এবং অপরিচিতদের দরদী, সকল জাহানের উপর দয়াকারী, প্রেমিকগণের শান্তি ও আশিকদের উদ্দেশ্য। যিনি আরিফদের সূর্য, সালেকদের

আলো, নৈকট্য লাভকারীদের আলোকবর্তিকা। ফকির মিসকিনদের ভালবাসা পোষণকারী। জিন ও মানুষের সর্দার। মক্কা মদীনা দুই হেরমের নবী, দুই কিবলার ইমাম। উভয় জগতে আশিকদের উসিলা। যিনি কা'বা কাউসাইনের অধিকারী। পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালকের বন্ধু, হাসান ও হোসাইনের নানাজান, আমাদের আক্বা, সকল মানুষ ও জিনের সাহায্যকারী, সুসংবাদ দানকারী। যাঁর উপনাম আবুল কাসিম, যাঁর নাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ। যিনি **আল্লাহ পাকের** আলোর মধ্য থেকে এক উজ্জল আলোর উপর দরূদ ও সালাম। **হে নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নুরানী সৌন্দর্যের আশিকগণ! আপনারা তাঁর ও তাঁর পরিবার পরিজনের উপর দরূদ ও সালাম পেশ করুন।

দরূদে তুনাজ্জিনার ব্যাপারে ঈমান তাজাকারী ঘটনা

আল্লামা ইবনে ফাকেহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "আল ফাযরুল মুনীর" নামক কিতাবের মধ্যে এই দরূদ শরীফের ব্যাপারে একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: পারস্যের শায়খ মূসা জরীর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে বর্ণনা করেছেন: তিনি নৌকা যোগে সমুদ্র সফরে বের হলেন। প্রতিমধ্যে প্রচন্ড ঝড়-তুফান আক্রমণ করল, যাকে ইকলাবিয়া (লন্ড ভন্ড কারী ঝড়) বলা

হয়। খুব কম লোক আছে যাদের ঐ তুফান আক্রমণ করার পর না ডুবে বাঁচতে পারে। লোকেরা ডুবে যাওয়ার ভয়ে চিৎকার শুরু করে দিল। আমার ঘুম চলে আসল। স্বপ্নে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন হলো। **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "নৌকার আরোহীদের বলো; তারা যেন এক হাজার বার এই দরূদ শরীফটি اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّيْنَا بِهَا থেকে শুরু করে بَعْدَ الْبَيَانِ পর্যন্ত পড়ে। এই স্বপ্ন দেখে আমি জাগ্রত হলাম এবং নৌকার আরোহীদের স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলাম। আমরা সবাই মিলে ৩০০বার পর্যন্ত পড়েছি মাত্র, এরই মধ্যে **আল্লাহ পাক** (আমাদেরকে) তুফান থেকে মুক্তি দান করেন। **(মাতালেয়ুল মুসার্‌রাত, ৪৭১ পৃষ্ঠা)**

কামুস প্রণেতা শায়খ মাজদুদ্দীন ফিরোজাবাদী শায়খ হাসান বিন আলী উসওয়ানীর বরাতে বর্ণনা করেন: যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ (দরূদে তুনাজ্জিনা) যে কোন কঠিন মুহূর্তে, বিপদাপদে এক হাজার বার পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তার বিপদাপদকে দূর করে দিবেন ও তার আশা পূর্ণ করে দিবেন। **(মাতালেয়ুল মুসার্‌রাত, ৪৭১ পৃষ্ঠা)**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَ الْاٰفَاتِ وَ تَقْضِىْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَ تُطَهِّرُ نَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর এমন রহমত নাযিল করো যে, তুমি এর দ্বারা আমাদেরকে সকল ভয়ভীতি ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি দাও এবং এর দ্বারা আমাদের সকল উদ্দেশ্য পূরণ করো এবং এর বদৌলতে তুমি আমাদেরকে গুনাহ সমূহ থেকে পবিত্র করে দাও আর এর মাধ্যমে তুমি আমাদেরকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করে দাও আর এর বরকত দ্বারা তুমি আমাদের সকল নেকীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও, জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরে আর নিশ্চয়ই তুমি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

রোগ মুক্তি

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوْبِ وَدَوَآئِهَا
وَعَافِيَةِ الْاَبْدَانِ وَشِفَآئِهَا وَنُوْرِ الْاَبْصَارِ وَضِيَآئِهَا
وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

ওযু সহকারে কোন রোগীকে লিখে দিন, যেন সে জিহ্বা দ্বারা চাটে বা পানিতে নেড়ে পানি পান করিয়ে দিন। সুস্থ হওয়া পর্যন্ত এই আমল অনবরত করতে থাকুন। **আল্লাহ পাকের** হুকুমে মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ক্ষেত্রে উপকারী।

দরূদে মাহী এর ব্যাপারে মাছের কাহিনী

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নদীর পার্শ্বে ওযু করছিলেন তখন একটি মাছ আসল আর ঐ মাছ এই দরূদ শরীফটি পাঠ করলো, ঐ বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাছকে জিজ্ঞাসা করলেন: এই দরূদ কোথা থেকে শিখেছো? মাছ উত্তরে বললো: একদা নদীর কিনারায় এক ফিরিশতাকে এই দরূদ পাঠ করতে শুনেছি এবং মুখস্থ করে নিয়েছি। ঐ দিন থেকে (এই দরূদের বরকতে) সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রয়েছি।

(আমালে রযা, ১৩৮ পৃষ্ঠা)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْخَلَآئِقِ
وَاَفْضَلِ الْبَشَرِ وَشَفِيْعِ الْاُمَمِ يَوْمَ الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ
وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ
كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ
وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ
وَصَلِّ عَلٰى كُلِّ الْمَلٰٓئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ
الصّٰلِحِيْنَ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا بِرَحْمَتِكَ
وَبِفَضْلِكَ وَبِكَرَمِكَ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَآ
اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا قَدِيْمُ يَا دَآئِمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا
وِتْرُ يَا اَحَدُ يَا صَمَدُ يَا مَنْ لَّمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ
يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পড়ে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯ , হাদীস ৩১)

হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর উপর রহমত বর্ষণ করো আর তাঁকে কিয়ামতের দিন তোমার দরবারে নৈকট্যতম স্থান দান করো।

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net